ছোটদের

মজার গল্প-১

আসাদ বিন হাফিজ

ছোটদের
মজার গল্প-১

[তৃতীয় শ্রেণির পাঠ উপযোগি]

আসাদ বিন হাফিজ

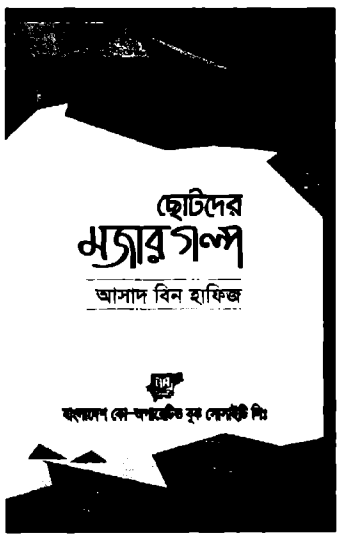

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

ছোটদের মজার গল্প-১

আসাদ বিন হাফিজ

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক প্রকাশনা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩, মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০২

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৫

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দিন

মূল্য ঃ ১০০

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১

১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

CHOTODHER MOZAR GOLPO, Written by- Asad Bin Hafiz, Published by: S.M. Raisuddin, Director, Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk.100/- US $ 4-/- **ISBN. 984-70241-0076-4**

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

শিশুদের প্রিয় লেখক আসাদ বিন হাফিজ শিশুদের জন্য এরই মধ্যে গড়ে তুলেছেন শিশু সাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার। কেবল সৃজনশীল সাহিত্য নয়, শিশুমানস উপযোগি পাঠ্যপুস্তক রচনায়ও তিনি দেখিয়েছেন অসামান্য দক্ষতা। বাংলাদেশ এডুকেশন সোসাইটির নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসেবে রচনা করেছেন 'বাংলা পড়া-৪' ও 'বাংলা পড়া-৫'। বাংলাদেশ তো বটেই, সৌদি আরব এবং লণ্ডনসহ বিভিন্ন দেশের ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন স্কুলে তার বই পাঠ্য। মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কলেজের শিশুদের জন্য লিখেছিলেন 'হরফ নিয়ে ছড়া'।

বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য খ্যাতিমান এই কবি ও লেখক 'মজার গল্প' নামে একটি সিরিজ লেখায় হাত দিয়েছেন কোমলমতি শিশুদের দ্রুতপাঠ হিসেবে। সহজ ভাষায় শিশুপ্রিয় চমৎকার এই গল্পগুলোই হয়তো গড়ে তুলবে একটি শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন, যার শিক্ষা তাকে দেবে সুন্দর মন ও মানস। এই সিরিজের প্রথম বই মজার গল্প-১ লিখেছেন তৃতীয় শ্রেণির পাঠ উপযোগি করে। তবে এ ধরনের বইয়ের চিরন্তন শিক্ষা যে কোন বয়সের মানুষকেই আলোকিত করবে, প্রেরণা জোগাবে ভালো হওয়ার, ভালো থাকার।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি গত মেলায় এই লেখকের 'জিনের সঙ্গে বসবাস' বইটি প্রকাশ করেছে। এবারের মেলায় শিশুপ্রিয় এই লেখকের আরো একটি বই প্রকাশ করে শিশুদের হাতে তুলে দেয়া সোসাইটি জাতীয় কর্তব্য মনে করছে। আমরা আশা করবো শিক্ষার মতো মহান পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকগণ আমাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাবেন এবং অভিভাবকগণও আপন সন্তানের হাতে বইটি তুলে দিয়ে তৃপ্তি পাবেন।

(এস.এম রইসউদ্দিন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

www.pathagar.com

তোমাদের জন্য এই লেখকের আরো কিছু মজার বই

১. আল্লাহ মহান
২. নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন
৩. আলোর হাসি ফুলের গান
৪. কুক কুরু কু
৫. ইয়াগো মিয়াগো
৬. জ্বীনের সঙ্গে বসবাস
৭. আলোর পথে এসো
৮. কারবালা কাহিনী
৯. নাম তাঁর ফররুখ
১০. ছন্দের আসর
১১. বাংলা পড়া-৩
১২. বাংলা পড়া-৫
১৩. হরফ নিয়ে ছড়া
১৪. সবার জন্য বর্ণমালা
১৫. মজার ছড়া আরবী পড়া
১৬. মজার ছড়া বাংলা পড়া
১৭. মজার ছড়া ABCD
১৮. বাংলা শিখি বাংলা লিখি

প্রকাশের পথে

১. দুষ্ট বুড়ি
২. ঈদের ছড়া
৩. ছোটদের মজার গল্প-২
৪. ছোটদের মজার গল্প-৩
৫. ছড়ায় ভাষার লড়া

www.pathagar.com

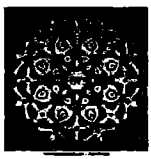

সূচিপত্র

১. নবীজী ও কাঠুরিয়া # ৭
২. ঈমানের জোর # ১২
৩. ইয়াতিমের হাসি # ১৭
৪. কৃপণের ধন # ২১
৫. সত্যের জয় # ২৭
৬. কাজীর বিচার # ৩৩
৭. মায়ের দোয়া # ৩৮
৮. আল্লাহর ওয়াদা # ৪৩

www.pathagar.com

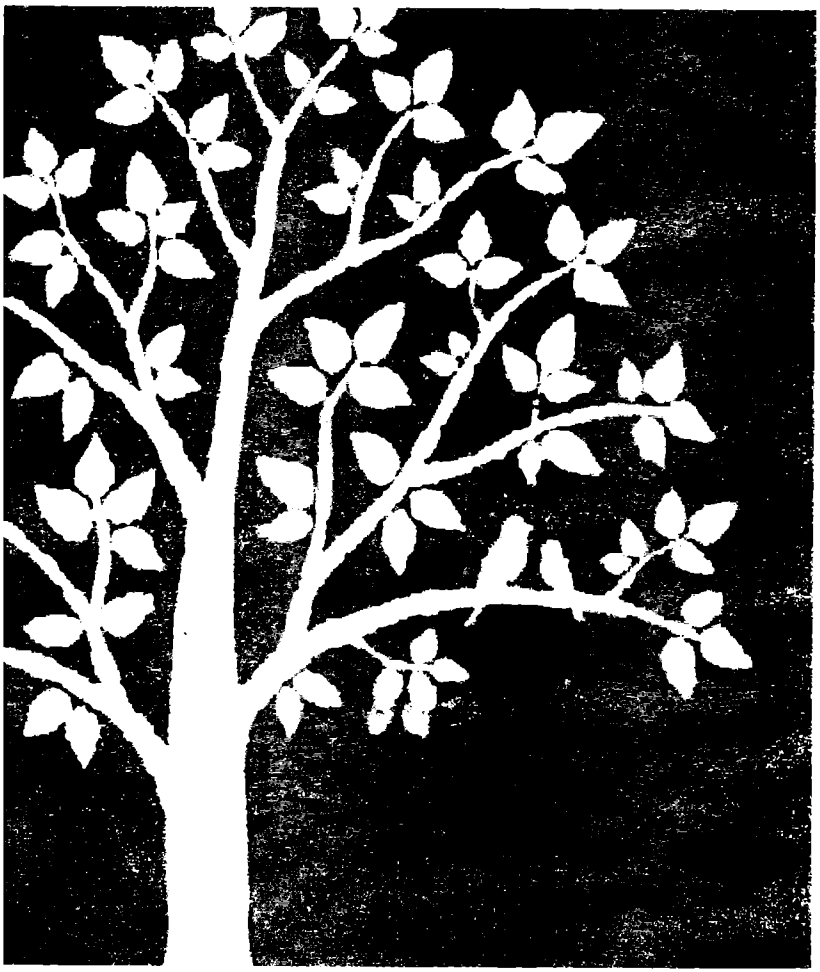

www.pathagar.com

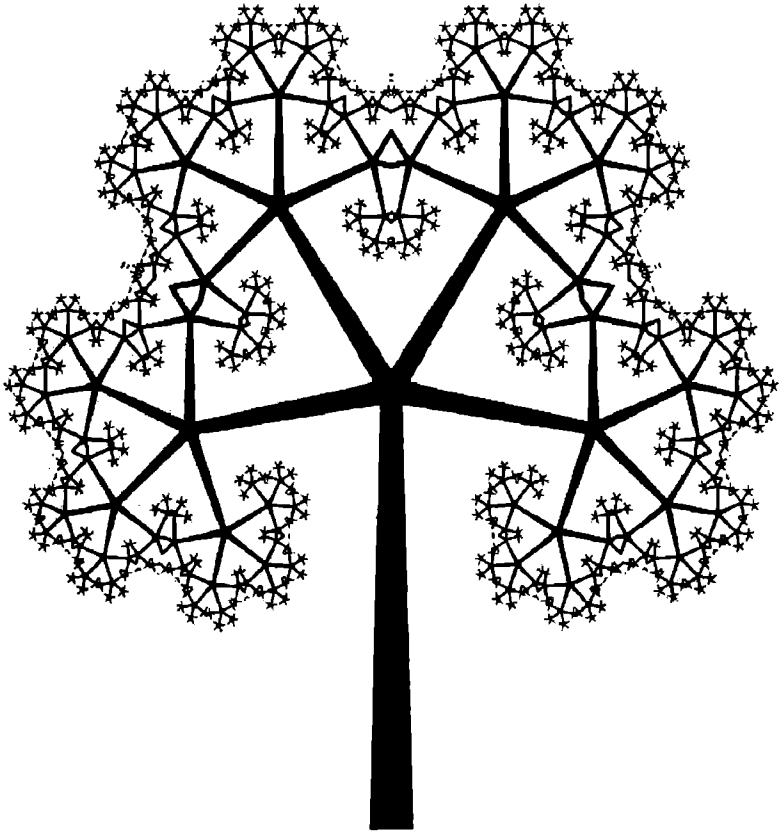

নবীজী ও কাঠুরিয়া

আরব দেশের মক্কা শহর। ৫৭০ খৃস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল সেই শহরে জন্ম নেয় এক শিশু। তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ– মানে প্রশংসিত। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ, মায়ের নাম আমিনা। তিনি আমাদের মহানবী। পৃথিবীর শেষ নবী। তিনি জানতেন, পরিশ্রম করা

www.pathagar.com

ছাড়া জীবনে উন্নতি করা যায় না। তাই পরিশ্রম করাকে তিনি খুব গুরুত্ব দিতেন।

একবার হলো কি, এক গরীব লোক তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে এলো। নবীজী তাকিয়ে দেখলেন লোকটির পরনে ছেঁড়া কাপড়, চোখে-মুখে বেদনার ছাপ। লোকটি পঙ্গু বা বুড়ো নয়, ইচ্ছে করলেই কাজ করে খেতে পারে। তিনি বললেন, 'তুমি ভিক্ষা করছো কেন? খেটে খেতে পারো না?'

লোকটি বলল, 'কি করবো হুজুর, কাজ পেলে কি আর ভিক্ষা করতাম? কাজ না পেয়েই তো পেটের দায়ে ভিক্ষায় নেমেছি।'

নবীজীর মায়া হলো। ভাবলেন, সাহায্য দিলে হয়তো একবেলা তার আহার জুটবে। কিন্তু তারপর? সারাজীবন কি একটি লোক ভিক্ষা করে কাটাবে? এমন কিছু করা দরকার যাতে তার অভাব দূর হয়। মানুষের কাছে হাত পেতে অপমান সইতে না হয়। মহানবী (সা:) তাকে বললেন, 'তোমার বাড়িতে কি এমন কিছু আছে যা বিক্রি করতে পারবে?'

লোকটি বলল, 'হুজুর, আমি গরীব মানুষ। তেমন কিছুই নেই। তবে ঘরে একটি কম্বল আছে, চাইলে ওটা বিক্রি করা যায়।'

নবীজী বললেন, 'ঠিক আছে, তাই করো। তোমার একমাত্র সম্বল কম্বলটাই নিয়ে এসো।'

লোকটি তাই করলো। নবীরকথা মত চলে গেল বাড়ি। একটু পর ফিরে এলো কম্বল নিয়ে। নবীজী কম্বলটি সাহাবীদের দেখালেন। বললেন, 'এটি বিক্রি হবে। কেউ কি উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কম্বলটি কিনতে রাজি আছো?'

www.pathagar.com

নবীজীর কথা শুনে এক সাহাবী বললেন, 'আমি কিনবো হুজুর।'

মহানবী (সা:) তাঁর কাছে উপযুক্ত দামে কম্বলটি বিক্রি করে দিলেন। কম্বল নিয়ে সাহাবী চলে গেলে নবীজী লোকটিকে ডাকলেন। তার হাতে কিছু অর্থ তুলে দিয়ে বললেন, 'এই অর্থ দিয়ে কিছু খাবার কিনে খাও।' এরপর বাকী অর্থ দিয়ে তিনি একটি কুঠার কিনলেন। সেই কুঠারে নিজেই হাতল লাগালেন। লোকটিকে বললেন, 'এই কুঠার নিয়ে প্রতিদিন বনে যাবে। বন থেকে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করবে।'

লোকটি তাই করলো। সে প্রতিদিন বন থেকে কাঠ কেটে সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করতে থাকলো। এতে তার খুব লাভ হলো। তার অভাব দূর হয়ে গেল। এখন আর তাকে ভিক্ষা করতে হয় না; বরং অভাবী মানুষকে নিজেই সাহায্য করতে পারে।

কিছুদিন পর। সে মহানবীর সঙ্গে আবার এসে দেখা করলো। এবার তার গায়ে নতুন জামা। মুখে হাসি। সে রাসূল (সা:)কে বলল, 'আমি এখন মেহনত করে খাই। আমার আর কোন অভাব নেই। আপনার কথা শুনে আমার খুব উপকার হয়েছে। আপনি আমাকে সুন্দর জীবনের পথ দেখিয়েছেন।'

তার কথা শুনে হাসলেন নবী। বললেন, 'যে মেহনত করে খায় আল্লাহই তাকে সাহায্য করেন।' তাইতো কবি বলেন: 'নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা, মেহনত করো সবে।'

এই ঘটনা আমাদের বলে, জীবনে উন্নতি করতে চাইলে পরিশ্রমী হও, জীবনকে সফল করতে চাইলে পরিশ্রমী হও। যে পরিশ্রমী নয় সে

www.pathagar.com

অলস, সে কখনো জীবনে সফলতা লাভ করতে পারে না। একজন কবি চমৎকারভাবে এ কথাটিই বলেছেন তার কবিতায়। তিনি বলেন:

পরিশ্রমে ধন আনে, পুণ্যে আনে সুখ
আলস্যে দারিদ্র্য আনে, পাপে আনে দুখ।

www.pathagar.com

অনুশীলনী

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই

পঙ্গু – যার অঙ্গহানি হয়েছে। বেদনা – কষ্ট। আহার – খাবার। সইতে – সহ্য করতে। বিক্রি – বিক্রয়, বেচা। সম্বল – পুঁজি। সাহাবী –মহানবীর সঙ্গী। কুঠার – কুড়াল। বন – জঙ্গল। অভাবী – অভাব আছে যার। মেহনত – পরিশ্রম।

২. এক বাক্যে উত্তর দাও

ক. মুহাম্মদ শব্দের মানে কি?

খ. পৃথিবীর শেষ নবী কে?

গ. মুহাম্মদ (সা:)-এর পিতা-মাতার নাম কি?

ঘ. মহানবী (সা:) কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ঙ. আল্লাহ কাকে সাহায্য করেন?

চ. নবীর শিক্ষা কি?

ছ. এই গল্প থেকে আমরা কি শিখলাম?

৩. খালি জায়গায় উপযুক্ত শব্দ বসাও

আমি এখন -------- করে খাই। আমার আর কোন ---------- নেই। আপনার কথা শুনে আমার খুব ---------- হয়েছে। আপনি আমাকে --------- জীবনের ---------- দেখিয়েছেন।'

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি কর

পঙ্গু। বেদনা। আহার। বিক্রি। সম্বল। সাহাবী। কুঠার। বন। অভাবী। মেহনত।

৫. সত্য হলে [স] মিথ্যা হলে [মি] লিখ

ক. ভিক্ষা করা লোকটির স্বভাব ছিল।

খ. যে মেহনত করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।

গ. মেহনত করেও লোকটির অভাব দূর হলো না।

ঘ. মহানবী (সা:) লোকটিকে কাঠ কেটে খেতে বললেন।

ঙ. মহানবী (সা:) লোকটিকে ভিক্ষা দিয়ে বিদায় করলেন।

www.pathagar.com

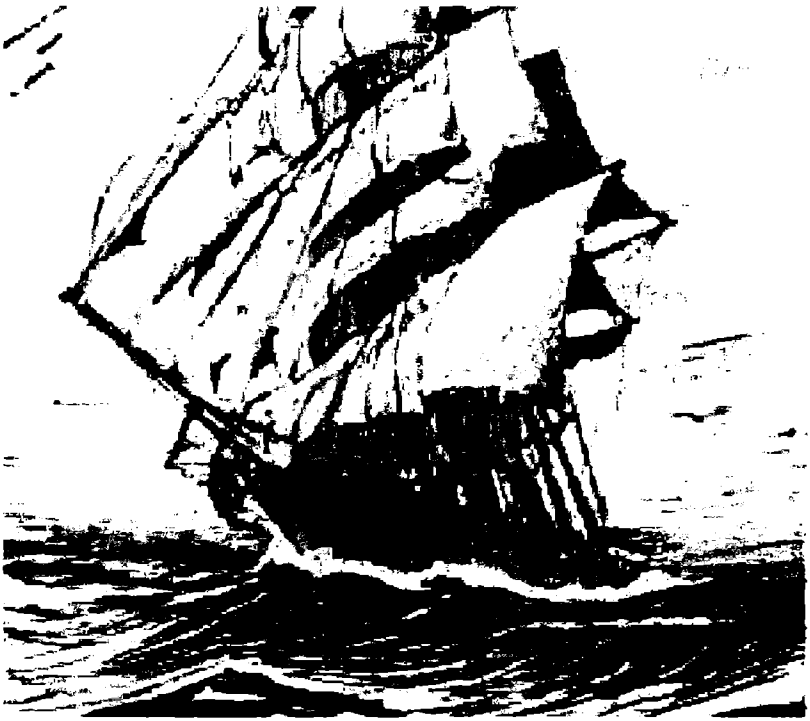

ঈমানের জোর

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগের কথা। তখন মানুষ আল্লাহর নবীদের কথা মেনে চলতো। মানুষ সত্য কথা বলতো। ওয়াদা পালন করতো।

বনি ইসরাইলে এমনি এক লোক বাস করতো। নাম রুবায়া। সে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতো আর বন্দরে বন্দরে ব্যবসা করতো। একবার বাণিজ্যে যাবার আগে কিছু স্বর্ণমুদ্রার টান পড়লো। ভেবে দেখলো, কারো কাছ থেকে ধার নেয়া ছাড়া গতি নেই। তখনি তার মনে পড়লো উদার হৃদয় সোলায়মানের কথা।

www.pathagar.com

পরদিন সকালে সে সোলায়মানের বাড়ি গিয়ে হাজির হলো। সালাম বিনিময়ের পর সোলায়মান তার আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। রুবায়া বলল, 'বাণিজ্যে যাচ্ছি, মালামাল কেনার জন্য আরো কিছু স্বর্ণমুদ্রা দরকার। আপনি যদি একহাজার স্বর্ণমুদ্রা ধার দেন তবে এক বছর পর তা শোধ করে দেবো।'

সোলায়মান বললেন, 'ধার দিতে সমস্যা নেই, তবে জামিনদার দরকার।'

রুবায়া বলল, 'আমার জামিনের জন্য একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট।'

রুবায়া যেমন পাক্কা ঈমানদার, সোলায়মানও তাই। রুবায়ার কথা শুনে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, আল্লাহই জামিনের জন্য যথেষ্ট।'

এ কথা বলে রুবায়াকে সোলায়মান এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ধার দিল।

যথাসময়ে জাহাজে চড়ে বিদেশে পাড়ি জমালো রুবায়া। বন্দরে বন্দরে ব্যবসা করে প্রচুর লাভ করলো। ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কেটে গেল প্রায় পুরোটা বছর। স্বর্ণমুদ্রা ফেরত দেয়ার দিন ঘনিয়ে এলো। বাড়ি ফেরার জন্য বন্দরে এলো রুবায়া। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি ফেরার মত কোন জাহাজ পেলো না। জলপথ ছেড়ে স্থলপথে বাড়ি ফিরতে চাইল, কিন্তু কোন যানবাহন জোগাড় করতে পারল না। অনেক চেষ্টা করেও সে যখন দেখলো সময় মত বাড়ি ফেরার কোন উপায় নেই তখন ওয়াদাভঙ্গের আশংকায় সে অস্থির হয়ে পড়লো। কি করা যায় ভাবতে গিয়ে তার মাথায় এক অভিনব বুদ্ধি এলো। রুবায়া একটুকরো কাঠ ছিদ্র করে তাতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও একটি চিঠি ভরলো। এরপর শক্ত করে ছিদ্রমুখ বন্ধ করে সে গেল সাগর পাড়ে।

www.pathagar.com

তীরে দাঁড়িয়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, 'হে আল্লাহ, তুমি জানো আমি সোলায়মানের কাছ থেকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ধার নিয়েছি। সে জামিন চাইলে আমি তোমাকেই জামিন মেনেছিলাম। নির্দিষ্ট দিনে বাড়ি যাওয়ার জন্য আমি কোন যানবাহন পাচ্ছি না। তাই তোমার ওপর ভরসা করে স্বর্ণমুদ্রা ভরা এই কাঠের টুকরাটি সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছি। তুমি সময়মত এটি তার হাতে পৌঁছে দিও।'

রুবায়া এ কথা বলে কাঠের খন্ডটি সমুদ্রে ফেলে দিল। এরপর সে আবার বাড়ি ফেরার যানবাহন খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

এদিকে নির্দিষ্ট দিনে সোলায়মান বন্দরে এসে রুবায়াকে তালাশ করলো। তাকে না পেয়ে মন খারাপ করে বাড়ি ফেরার পথে সমুদ্র তীরে একখন্ড কাঠ দেখতে পেলো। কাঠটি রান্নার কাজে লাগবে ভেবে সে ওটা নিয়ে বাড়ি ফিরল। কুড়াল দিয়ে কাঠটি কাটতে গেলে বেরিয়ে এলো এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও চিঠি। সোলায়মান চিঠিটা পড়লো। জানতে পারলো রুবায়া তার জন্যই এ স্বর্ণমুদ্রাগুলো পাঠিয়েছে।

কিছুদিন পরের কথা। রুবায়া দেশে ফিরে এলো। বাড়ি ফিরেই সে গেল সোলায়মানের বাসায়। সোলায়মান তাকে সমাদর করে শরবত না নাস্তা খেতে দিল। খেতে খেতে রুবায়া বলল, 'বিশ্বাস করুন, নির্দিষ্ট দিনে আপনার পাওনা ফিরিয়ে দিতে আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন জাহাজ না পাওয়ায় সময়মত ফিরে আসতে পারিনি। এই নিন আপনার স্বর্ণমুদ্রা। আমাকে দেনার দায় থেকে মুক্তি দিন।' রুবায়া স্বর্ণমুদ্রার থলে সোলায়মানের দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

সোলায়মান বলল, 'এক পাওনা আমি কয়বার নেবো? নির্দিষ্ট দিনেই আমি আপনার পাঠানো স্বর্ণমুদ্রা ও চিঠি পেয়েছি। আমি আল্লাহর

www.pathagar.com

শোকর করছি এ জন্য যে, প্রকৃত ঈমানদারকে আল্লাহ এভাবেই সহায়তা করেন।' রুবায়াও আল্লাহর শোকর আদায় করে খুশি মনে বাড়ির পথ ধরলো।

এই গল্প থেকে আমরা জানতে পারলাম, আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকলে আল্লাহ কাউকে নিরাশ করেন না। মুমিন কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না।

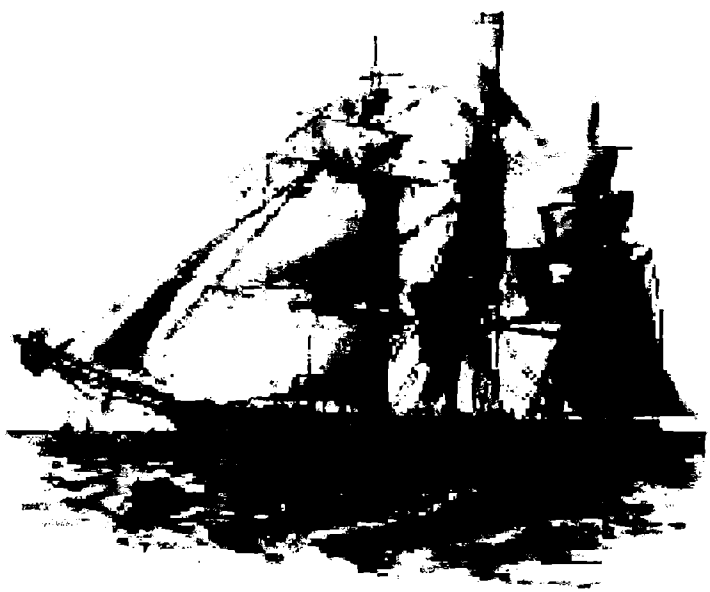

www.pathagar.com

অনুশীলনী

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই

জোগাড় – সংগ্রহ। আশংকা – শংকা, ভয়। অস্থির – চঞ্চল, স্থির নয় এমন। জামিনদার –কারও দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি। অভিনব – নতুন, অপূর্ব। পাড়ে – তীরে। তালাশ – খোঁজ। সমাদর – আদরযত্ন। নিরাশ – আশাহীন। মুমিন – ঈমান আছে যার। ওয়াদা – অঙ্গীকার। খেলাফ – অন্যথা।

২. এক বাক্যে উত্তর দাও

ক. রুবায়া কোথায় বাস করতো?
খ. রুবায়া কার কাছ থেকে ধার নিয়েছিল?
গ. সোলায়মান বন্দর থেকে ফেরার পথে কি দেখতে পেলো ?
ঘ. দেশে ফিরে রুবায়া সোলায়মানের বাড়িতে গেল কেন?
ঙ. সোলায়মান রুবায়াকে কি খেতে দিল?
চ. কে কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না?
ছ. এই গল্প থেকে আমরা কি শিখলাম?

৩. খালি জায়গায় উপযুক্ত শব্দ বসাও

একথা বলে ------- সোলায়মান -------স্বর্ণমুদ্রা------- দিল। যথা সময়ে -----চড়ে-----পাড়ি জমাল----। --- বন্দরে ---- করে ----- করলো।

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি কর

বিশ্বাস। জাহাজ। বদ্ধি। সমুদ্র । পাওনা। কুড়াল। রান্না। চেষ্টা। আকাশ। ঈমানদার।

৫. সত্য হলে [স] মিথ্যা হলে [মি] লিখ

ক. সোলায়মানের স্বর্ণমুদ্রার টান পড়ল।
খ. পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকলে আল্লাহ কাউকে নিরাশ করনের না।
গ. সোলায়মান ছিলেন উদার হৃদয়।
ঘ. কাঠের টুকরায় ছিল দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রা।
ঙ. রুবায়া খুশী মনে আল্লাহর শোকর আদায় করলো।

www.pathagar.com

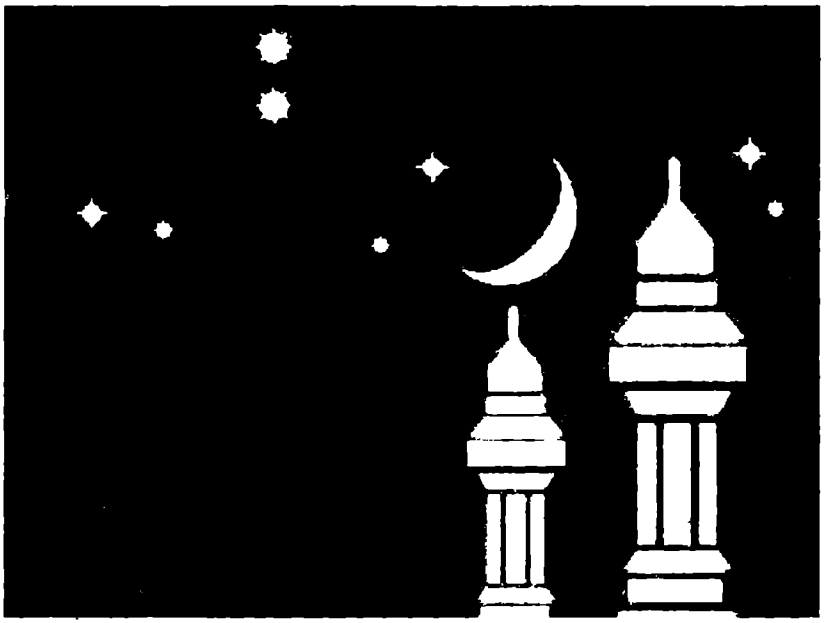

ইয়াতিমের হাসি

মুসলমানের সবচেয়ে আনন্দের দিন হলো ঈদের দিন। বছরে দুই দিন ঈদ হয়। এক মাস রোযার শেষে আসে ঈদুল ফিতর। যারা আল্লাহর হুকুমে এক মাস রোযা রাখের এদিনটি তাদের জন্য সবচেয়ে আনন্দের। আর হচ্ছে ঈদুল আযহা বা কোরবানির ঈদ। হযরত ইবরাহীম (আ:)কে আল্লাহ বললেন, 'তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কোরবানী করো।' ইবরাহীম (আ:) ভেবে দেখলেন, পুত্রের চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই তার কাছে। তিনি পুত্রকে শোনালেন আল্লাহর হুকুম। পুত্র ইসমাঈল (আ:) পিতাকে তাগাদা দিয়ে বললেন, 'তবে আর দেরি করছেন কেনো? জলদি আমাকে কোরবানি করার ব্যবস্থা করুন।' আল্লাহর হুকুম মানার ব্যাপারে পিতা-পুত্রের এই যে আকুলতা সেই কথা স্মরণ করে পালন করা হয় ঈদুল আযহা বা

www.pathagar.com

কোরবানীর ঈদ। যিনি যত বেশি আল্লাহর হুকুম পালন করেন তার কাছে এই ঈদ তত বেশি আনন্দময়।

তেমনি এক ঈদের দিন। মদিনার ঘরে ঘরে খুশির জোয়ার বইছে। মহানবী (সা:) নির্দেশ দিয়েছেন, সবাইকে ফিতরা দিতে হবে। ফিতরা মানে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ অন্যকে দান করা। এর ফলে অর্থ শুধুমাত্র ধনীদের হাতেই জমা রইলো না, গরীবরাও প্রচুর অর্থ পেল। তারাও সুযোগ পেল পছন্দমত কেনাকাটার। ফলে সবাই আনন্দিত।

ঈদের নামায শেষে মহানবী (সা:) সবার সাথে কোলাকুলি করলেন। কোলাকুলি শেষে সবাই বাড়ির পথ ধরলো। মহানবীও চললেন বাড়ির পানে। হঠাৎ কারো কান্নার আওয়াজ ভেসে এলো তাঁর কানে। থমকে দাঁড়ালেন তিনি। যেখান থেকে কান্নার আওয়াজ আসছিল সেদিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। দেখলেন মলিন পোশাকের এক কিশোর বসে বসে কাঁদছে। দয়াল নবীর দয়া হলো। ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। আদর পেয়ে ছেলেটির কান্না আরো বেড়ে গেল। তিনি ছেলেটির কাছে জানতে চাইলেন তার কান্নার কারণ।

ছেলেটি বলল, 'আজ ঈদের দিন। মানুষের মনে কত আনন্দ। সবাই নতুন জামা কাপড় পরেছে। মা-বাবা আদর করছেন সন্তানদের। কিন্তু আমাকে আদর করার কেউ নেই। আমার একটু খোঁজ নেয়ারও কেউ নেই দুনিয়ায়। আমার বাপ নেই, মা নেই। আমি যে ইয়াতিম।

কিশোরের কথা শুনে নবীর চোখে পানি চলে এলো। আহা! এই ছেলেটির মত আরো না জানি কত মায়ের সন্তান ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত। যদি তাদের খবর পেতাম! যদি তাদের মুখেও ফোটাতে পারতাম হাসি!

তিনি কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। মা আয়েশার (রা:) হাতে ছেলেটিকে তুলে দিয়ে বললেন, 'এ এক শহীদের সন্তান। ওর মা-বাপ কেউ নেই। আজ থেকে তুমিই ওর মা।'

www.pathagar.com

মা আয়েশা (রা:) ছিলেন নবীর সহধর্মিনি। তিনি ছেলেটিকে বুকে টেনে নিলেন। নিজ হাতে গোসল করালেন। নতুন জামা এনে পরতে দিলেন। ভালবাসা পেয়ে কিশোরের মনটা ভালো হয়ে গেল। তার মুখে ফুটে উঠলো মধুর হাসি। সে ভুলে গেল তার দুঃখের কথা। ভুলে গেল সে এক অনাথ শিশু।

এ দুনিয়ায় এখন তাকেও ভালবাসার মত মানুষ আছে। আদর করার লোক আছে– এ কথা মনে হতেই তার মুখে ছড়িয়ে পড়লো হাসি। সে আনন্দে বলে উঠলো– ঈদ মোবারক।

www.pathagar.com

অনুশীলনী

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই

রাহে – পথে। সর্বস্ব – সবকিছু। তাগাদা – তাড়া। জলদি – তাড়াতাড়ি। আকুলতা –ব্যাকুলতা। নির্দেশ – হুকুম। পানে – দিকে। ইয়াতিম – যার পিতা-মাতা বেঁচে নেই। শহীদ – আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে যে। সহধর্মিণী – স্ত্রী। অনাথ-ইয়াতিম। মলিন – ময়লাযুক্ত, অপরিচ্ছন্ন। কোরবানি – ত্যাগ। খোঁজ – তালাশ।

২. এক বাক্যে উত্তর দাও

ক. মুসলমানদের সরচেয়ে আনন্দের দিন কোনটি?
খ. বছরে কয়দিন ঈদ হয়?
গ. ঈদুল ফিতর কখন হয় ?
ঘ. ঈদুল আযহাকে আর কি বলা হয়?
ঙ. ফিতরা মানে কি ?
চ. কান্নার আওয়াজ শুনে মহানবী (সা:) কি করলেন?

৩. খালি জায়গায় উপযুক্ত শব্দ বসাও

আজ ---- দিন। মানুষের মনে কত ---। সবাই ---- জামা কাপড় পরেছে। মা-বাবা---- করছেন সন্তানদের। কিন্তু আমাকে আদর করার ---- নেই। আমার একটু ----- নেয়ারও কেউ নেই----। আমার----- নেই, ------- নেই। আমি যে -----।

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি কর

ঈদ। প্রিয়। আদর। দয়া। গরীব। কেনাকাটা। কিশোর। মলিন। গোসল। নবী।

৫. সত্য হলে [স] মিথ্যা হলে [মি] লিখ

ক. বছরে দুইদিন ঈদ।
খ. আদর পেয়ে ছেলেটির কান্না থেমে গেল।
গ. মা আয়েশা (রা:) ছিলেন নবীজীর সহধর্মিনী।
ঘ. ফিতরার ফলে গরীবরাও প্রচুর অর্থ পেল।
ঙ. মহানবী (সা:) কিশোরকে ভিক্ষা দিলেন।

www.pathagar.com

কৃপণের ধন

বনি ইসরাইল গোত্রে বাস করতো তিন ব্যক্তি। একজন কুষ্ঠরোগী, একজন টাকু আর অন্যজন অন্ধ। তাদের পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ এক ফেরেশতা পাঠালেন। মানুষের বেশে ফেরেশতা গেল কুষ্ঠরোগীর কাছে। বলল, 'তুমি আল্লাহর কাছে কী চাও?' সে বলল, 'আমি এই কুৎসিত রোগ থেকে মুক্তি চাই।' ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দোয়া করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে ভালো হয়ে গেল। ফেরেশতা বলল,

www.pathagar.com

'তুমি কি কোন সম্পদ চাও?' সে খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি উট পেলে খুশি হই।' ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী উট দিল। এরপর আল্লাহর দরবারে বরকতের জন্য দোয়া করে বিদায় নিল।

ফেরেশতা টাকমাথা লোকটির কাছে গিয়ে বলল, 'তুমি আল্লাহর কাছে কী চাও?' লোকটি বলল, 'টাকের কারণে মানুষ আমাকে অপছন্দ করে। আমি এর নিরাময় চাই।' ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই নতুন চুলে তার মাথা ভরে গেল। ফেরেশতা বলল, 'তুমি কি কোন সম্পদ চাও?' সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি গরু পেলে খুশি হই।' ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দিল আর আল্লাহর দরবারে বরকতের জন্য দোয়া করে বিদায় নিল।

এবার ফেরেশতা গেল অন্ধ লোকটির কাছে। বলল, 'তুমি আল্লাহর কাছে কী চাও?' লোকটি বলল, 'অন্ধ বলে আমি আল্লাহর দুনিয়া দেখতে পারি না। আমি চাই চোখের আলো, যেন আল্লাহর সৃষ্টি আমি প্রাণভরে দেখতে পারি।' ফেরেশতা তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলে তার চোখ ভালো হয়ে গেল। ফেরেশতা বলল, 'তুমি কি কোন সম্পদ চাও?' সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি একটি ছাগল পেলে খুশি হই।' ফেরেশতা তাকে একটি গাভীন ছাগল দিল। এরপর আল্লাহর দরবারে বরকতের জন্য দোয়া করে বিদায় নিল।

ফেরেশতার দোয়া কবুল করলেন আল্লাহ। তাদের দিলেন অনেক উট, গরু ও ছাগল। অল্পদিনেই তারা ধনী হয়ে গেল। মানুষ তাদের এই অভাবিত উন্নতি দেখে হতবাক। কিছুদিন পর সেই ফেরেশতা আবার তাদের কাছে এলো। এলো অন্য মানুষের বেশে। প্রথমে গেল কুষ্ঠরোগীর কাছে। বলল, 'আমি এক মুসাফির। পথ খরচ ফুরিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়ায় আমি এখন নিঃস্ব। আমার বাহন উটটি মরে গেছে। আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন চমৎকার চেহারা, অঢেল সম্পদ। যে আল্লাহ আপনাকে এতকিছু দিয়েছেন তার নামে আপনার কাছে একটি উট চাই।'

লোকটি বলল, 'হতভাগা কোথাকার! দূর হ এখান থেকে। সারাজীবন খেটে আমি তোর জন্য সম্পদ গড়েছি নাকি?'

ফেরেশতা বলল, 'সম্পদের মালিক আল্লাহ। সম্পদ নিয়ে বড়াই করবেন না। আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকে আল্লাহর বান্দার জন্য ব্যয় করুন।'

লোকটি এবার রেগে গিয়ে বলল, 'কী, আমাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে? যা যা, কিছুই পাবি না। ভাগ এখান থেকে।'

ফেরেশতা বলল, 'আপনাকে মনে হয় আমি চিনতে পেরেছি। আপনার খুব খারাপ কুষ্ঠরোগ ছিল। আপনি ছিলেন গরীব। পরে আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দেন। আপনাকে দান করেন অঢেল সম্পদ।'

'মিথ্যে কথা!' লোকটি চেঁচিয়ে বলল, 'এসব কাহিনী বানিয়ে তুমি আমার কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারবে না।'

ফেরেশতা বলল, 'আমি মোটেও মিথ্যা বলিনি। মিথ্যা বলছেন আপনি। আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে ভালোবাসেন না। আপনি তওবা করুন, নইলে আপনার ভাগ্য আবার আগের মত হয়ে যাবে।'

লোকটি ফেরেশতার কথায় কান না দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিল। পরদিন ঘুম থেকে জেগে লোকটি দেখতে পেলো, তার শরীর জুড়ে আবার কুষ্ঠরোগ থকথক করছে। সে শুয়ে আছে এক কুঁড়েঘরে। আর তার যে এত এত উট ছিল সেগুলোর কোন হদিস নেই।

www.pathagar.com

ফেরেশতা এবার গেল টাকমাথা লোকটির কাছে। তাকেও বলল, 'আমি এক মুসাফির। আমাকে আল্লাহরওয়াস্তে একটি গরু দান করুন।' কিন্তু কুষ্ঠরোগীর মত সেও তাকে তাড়িয়ে দিল। বলল, 'আমার মাত্র অল্প কয়টা গরু, তোমাকে কোথা থেকে গরু দান করবো?'

ফেরেশতা বলল, 'আল্লাহর নাশোকর বান্দা হবেন না। তাহলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবেন।'

'না, হবে না। আমি এখানে দানছত্র খুলে বসিনি। কী আবদার! অন্তত একটা গরু দান করুন!'

ফেরেশতা বলল, 'আপনাকে বোধহয় আমি চিনেছি। আপনার বিশাল টাক ছিল। লোকে সে জন্য আপনাকে ঘৃণা করতো। পরে আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দেন এবং আপনাকে একটা গরু থেকে অনেক গরু দান করেন।'

লোকটি বলল, 'কি যা তা বলছো। যাও এখান থেকে।'

ফেরেশতা বলল, 'যাচ্ছি, তবে মনে রাখবেন, যিনি সম্পদ দিতে পারেন তিনি সম্পদ নিতেও পারেন। আপনি মিথ্যা বললে আবার আগের মত হয়ে যাবেন।' ফেরেশতা চলে গেল। দেখতে দেখতে লোকটি আবার আগের মত টাকমাথা ও গরীব হয়ে গেল।

এবার ফেরেশতা গেল অন্ধ লোকটির কাছে। বলল, 'আমি মুসাফির। আমাকে একটা ছাগল দিয়ে সাহায্য করুন।'

লোকটি বলল, 'আমি ছিলাম অন্ধ ও গরীব। আল্লাহ আমাকে ভালো করে দিয়েছেন। ধন-সম্পদ দিয়েছেন। আমার যত সম্পদ সব আল্লাহরই দান। আপনার যে কয়টি বকরী দরকার ইচ্ছামত নিয়ে যান।'

www.pathagar.com

ফেরেশতা বলল, 'না, এসব আপনারই থাকবে। আল্লাহ আপনাদের তিনজনকে পরীক্ষা করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। দু'জন পরীক্ষায় পাস করেনি। তারা অহংকারী হয়ে উঠেছিল। তাদের ওপর আল্লাহর গযব নাজিল হয়েছে। আপনি পাস করেছেন। আল্লাহ আপনার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেবেন।'

এ কাহিনী আমাদের শেখায়, কৃপণতা মহাপাপ। অহংকার করা ঠিক নয়। যারা আল্লাহর শোকর আদায় করে না তাদের ওপর গযব নাজিল হয়। মানুষের বিপদে সাহায্য করলে আল্লাহ খুশি হন এবং তার সম্পদ বাড়িয়ে দেন।

www.pathagar.com

অনুশীলনী

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই

গোত্র – বংশ। দুনিয়া – পৃথিবী, বিশ্ব। গাভীন – গর্ভবতী। কুৎসিত – বিশ্রী। অভাবনীয় – যা ভাবা যায় না। হতবাক – বিস্মিত, অবাক। তওবা – পাপের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া। অঢেল – অনেক। হদিস – খোঁজ। মুসাফির – পথিক। বকরী – ছাগল। গযব – শাস্তি। বরকত – উন্নতি।

২. এক বাক্যে উত্তর দাও

ক. কোথায় তিন ব্যক্তি বাস করতো?

খ. আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার জন্য কাকে পাঠালেন?

গ. ফেরেশতা প্রথমে কার কাছে গেল?

ঘ. টাকমাথা লোকটি সম্পদ হিসাবে কি চাইল?

ঙ. পরীক্ষায় পাস করলো কে?

চ. পরীক্ষায় কয়জন পাস করেনি?

ছ. এই গল্প থেকে আমরা কী শিখলাম?

৩. খালি জায়গায় উপযুক্ত শব্দ বসাও

কৃপণতা ---। --- করা ঠিক নয়। যারা আল্লাহর শোকর আদায় করে না তাদের ওপর ----- নাজিল হয়। মানুষের বিপদে --- করলে আল্লাহ ---- হন এবং তার---- বাড়িয়ে দেন।

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি কর

পরীক্ষা। ফেরেশতা। দোয়া। সম্পদ। অহংকার। মিথ্যাবাদী। গরীব। অন্ধ। উপদেশ। খুশি।

৫. সত্য হলে [স] মিথ্যা হলে [মি] লিখ

ক. কুষ্ঠরোগীকে ফেরেশতা একটি গর্ভবতী গাভী দিল।

খ. অন্ধ লোকটিকে ফেরেশতা দিল একটি গাভীন ছাগল।

গ. অন্ধ লোকটি অহংকার করলো।

ঘ. মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ ভালোবাসেন না।

ঙ. যিনি সম্পদ দিতে পারেন তিনি সম্পদ নিতেও পারেন।

www.pathagar.com

সত্যের জয়

হযরত আবদুল কাদের জিলানী। সবাই তাকে ডাকতো বড়পীর বলে। বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর শৈশবের একটি ঘটনা। ঘটনাটি এতই চমকপ্রদ যে, আজো মানুষ শ্রদ্ধাভরে সে কথা স্মরণ করে।

তোমাদের মতই বয়স তখন তাঁর। লেখাপড়ার প্রতি দারুণ আগ্রহ। গ্রামের বাড়ির পড়া শেষ করেছেন। এখন তাঁর ইচ্ছা, বড় কোন শহরে গিয়ে নামকরা কোন মাদ্রাসায় পড়বে। কিন্তু তার বাপ নেই। বিধবা মায়ের অভাবের সংসার। কোথায় পাবেন তিনি ছেলের পড়ার খরচ?

www.pathagar.com

মা ভাবেন, এমন সোনার ছেলের আশা কি পূরণ হবে না? মানুষের কত রকম শখ থাকে। অথচ ছেলের একটাই শখ। সে অনেক পড়বে, অনেক জ্ঞানী হবে, মানুষের মত মানুষ হবে। মা দিনরাত ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন আর একটু একটু করে টাকা জমান ছেলের জন্য।

একদিন আবদুল কাদের জিলানী ছাদে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির শোভা দেখছিলেন। তিনি দেখলেন, একটি কাফেলা বাগদাদের দিকে যাচ্ছে। তাঁর অনেক দিনের শখ বাগদাদ যাওয়ার। সেখানে গিয়ে পড়ালেখা করার। তিনি নিচে নেমে মাকে আবারও তার মনের কথা বললেন।

মায়ের বুক হাহাকার করে উঠল। যেখানে অন্যের ছেলেরা পড়তে চায় না সেখানে নিজের ছেলে পড়ার জন্য উতলা, এটা কি কম সৌভাগ্যের কথা! তিনি জমানো টাকাগুলো গুনে দেখলেন সেখানে আশিটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। টাকাটা দুই ভাগ করে এক ভাগ রাখলেন সংসার খরচের জন্য আরেক ভাগ তুলে দিলেন ছেলের হাতে। ছোট মানুষ, পথে যদি টাকাগুলো হারিয়ে ফেলে এই ভয়ে মা বগলের নিচে পকেট বানিয়ে সেখানে মুদ্রাগুলো সেলাই করে দিলেন।

মায়ের দেয়া চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে পথে নামলেন আবদুল কাদের জিলানী। বিদায়ের সময় ছেলেকে বুকে জড়িয়ে মা বললেন, 'বাবা, আমার সময় আর বেশি বাকি নেই। হয়তো কেয়ামতের আগে আর আমাদের দেখা হবে না। আমার অন্তিম উপদেশ, কখনো মিথ্যা কথা বলো না।'

www.pathagar.com

মায়ের এ উপদেশ বুকে নিয়ে ছেলে গিয়ে শামিল হলো কাফেলার সাথে।

কাফেলা এগিয়ে চললো বাগদাদের দিকে। যেতে যেতে তারা গিয়ে পৌঁছলো হামদান নামক এক জায়গায়। এলাকাটি জনমানবহীন। চারদিকে গাছপালার গভীর জঙ্গল। হঠাৎ একদল ডাকাত ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের ওপর। কেড়ে নিল তাদের টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত। লোকেরা জীবন বাঁচাতে মালসামান রেখেই পালিয়ে গেল। বালক আবদুল কাদের কি করবেন বুঝতে না পেরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাকাতরা ভাবলো, ও ছোট মানুষ, ওর কাছে আর কি থাকবে? সবাই ওকে রেখে লুটপাটে মন দিল। এক ডাকাত তাকে বলল, 'এই ছেলে, তোমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে?'

আবদুল কাদের জিলানী জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমার কাছে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা আছে।'

বিশ্বাস হলো না ডাকাতের। বলল, 'কোথায় তোমার স্বর্ণমুদ্রা?'

তিনি বললেন, 'বগলের নিচে আমার জামার সাথে সেলাই করা।'

এ কথা শুনে ডাকাত তাকে নিয়ে এলো সর্দারের কাছে। ডাকাত সর্দার তখন লুটের মাল ভাগ-বাটোয়ারায় ব্যস্ত। সব শুনে সর্দার বললেন, 'জামা কেটে বগলের নিচ থেকে টাকাগুলো বের করো দেখি।'

জামা কাটা হলো। বের করে আনা হলো টাকাগুলো। গুনে দেখা গেল সত্যি সেখানে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা। ডাকাতরা ভাবলো, ছেলেটি কী বোকা! ডাকাত সর্দার বলল, 'তুমি আমাদের বললে কেন তোমার

www.pathagar.com

কাছে টাকা আছে? তুমি না বললে তো আমরা এ স্বর্ণমুদ্রার কথা জানতেও পারতাম না।'

সত্যবাদী জিলানী দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'কেন বলবো না? আমার মা আমাকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর নবী বলেছেন, মিথ্যা হল সকল পাপের মা। আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে ভালোবাসেন না। আল্লাহ যে কাজ অপছন্দ করেন আমি সে কাজ করতে যাবো কেন?'

'কিন্তু তুমি না বললে তো এ টাকাগুলো হারাতে হতো না।'

তিনি বললেন, 'তাতে আমার দুঃখ নেই। আমি আমার মায়ের আদেশ পালন করতে পেরেছি, আল্লাহর হুকুম পালন করতে পেরেছি, এতেই আমি খুশি।' তিনি আরো বললেন, 'কাল হাশরের মাঠে আমাকে লজ্জিত হতে হবে না, অপমান সইতে হবে না, এরচেয়ে আনন্দের আর কী আছে?'

সত্যবাদী বালকের দৃঢ়তায় চমকে উঠলেন ডাকাত সর্দার। তার মনে হল সে আত্মমর্যাদাহীন ও নির্বোধ একজন মানুষ। এই বালকের সমান বুদ্ধিও তার নেই। যদি থাকতো তাহলে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে সে মানুষের সহায়-সম্পদ লুট করতে পারতো না।

হঠাৎ হায় হায় করে উঠলো ডাকাত সর্দার। বলল, 'কে না জানে, সবাইকে একদিন মরতে হবে। মরার পর আল্লাহ যখন জানতে চাইবেন, তোমাকে কি লুটপাট করার জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলাম, তখন কী জবাব দেবো আমি?'

ডাকাত সর্দারের মনে তোলপাড় শুরু হল। অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলো মন। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'এই ছেলে মায়ের

www.pathagar.com

কথার অবাধ্য হচ্ছে না, আর আমরা মহান আল্লাহর অবাধ্য হয়ে ডাকাতি করছি? কী হবে আমাদের পরিণতি?'

আবদুল কাদের বললেন, 'আল্লাহর কাছে তওবা করুন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল।'

তক্ষুণি বড়পীরের হাত ধরে তওবা করলেন ডাকাত সর্দার। দলের অন্যরাও তওবা করলো। তারা ওয়াদা করলো, 'জীবনে আর ডাকাতি করবো না, লুটপাট করবো না। আল্লাহর অবাধ্য হবো না, পাপ কাজ করবো না।'

ডাকাতরা কাফেলার লোকজনকে ডেকে তাদের সব মালামাল ফিরিয়ে দিল। কাফেলা খুশি মনে বাগদাদের পথ ধরলো।

এই গল্প আমাদের শেখায়:

মিথ্যা কথা বলতে নেই
পাপের পথে চলতে নেই।
থাকলে মনে খোদার ভয়
জীবনটা হয় পুণ্যময়।

www.pathagar.com

অনুশীলনী

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই

বিধবা – যার স্বামী মারা গেছে। শখ – ইচ্ছা। শোভা – সৌন্দর্য। উতলা – অতিশয় আগ্রহ। সর্দার – দলপতি। পরিণতি – পরিণাম। অন্তিম – শেষ। শামিল – শরীক। নির্বোধ – বুদ্ধিহীন। অপছন্দ – পছন্দনীয় নয়। হুকুম – নির্দেশ। জনমানবহীন –বিরান।

২. এক বাক্যে উত্তর দাও

ক. কাকে বড়পীর বলা হয়?

খ. আবদুল কাদের জিলানী বাগদাদ গিয়েছিলেন কেন?

গ. কোথায় কাফেলা ডাকাতের কবলে পড়ে ?

ঘ. কাকে সকল পাপের মা বলা হয়?

ঙ. বড়পীরের কাছে কয়টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল?

চ. মায়ের অন্তিম উপদেশ কী ছিল?

ছ. এই গল্প থেকে আমরা কী শিখলাম?

৩. খালি জায়গায় উপযুক্ত শব্দ বসাও

বড়পীরের হাত ধরে -------- করলেন --------- সর্দার। দলের অন্যরাও তওবা করলো। তারা --------- করলো, 'জীবনে আর ------ করবো না, ----- করবো না।

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি কর

শহর। বুদ্ধি। বালক। ঘটনা। অপমান। আনন্দ। মিথ্যা। ব্যস্ত। অভাব। জামা।

৫. সত্য হলে [স] মিথ্যা হলে [মি] লিখ

ক. ডাকাতরা আবদুল কাদের জিলানীর স্বর্ণমুদ্রা কেড়ে নিল।

খ. ডাকাতরা তওবা করে পাপের পথ ছেড়ে দিল।

গ. আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে ভালোবাসেন না।

ঘ. ডাকাতরা কাফেলার মালামাল নিয়ে পালিয়ে গেল।

ঙ. ডাকাতের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বড়পীর বাড়ি ফিরে এলেন।

www.pathagar.com

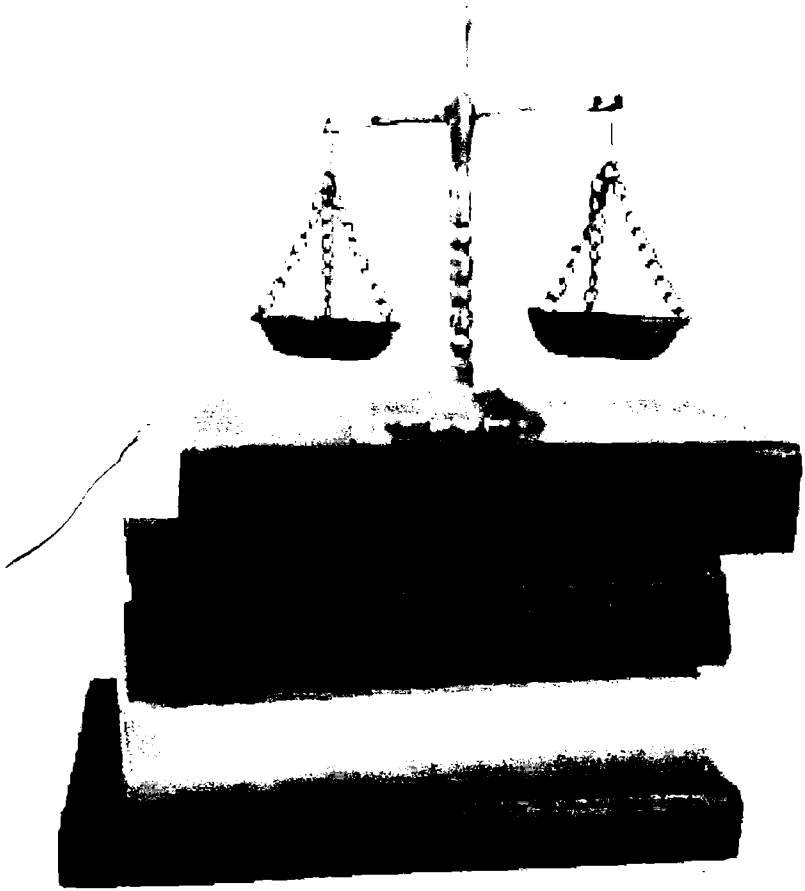

কাজীর বিচার

হযরত আলী (রা:) তখন মুসলিম বিশ্বের খলিফা। তাঁর সাহস ও বীরত্বের জন্য তিনি সারা আরবে মশহুর। তাঁর ছিল একটি দু'ধারী তলোয়ার– জুলফিকার। এই তলোয়ার নিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তিনি। ছিনিয়ে আনতেন বিজয়। তাঁকে বলা হতো শেরে

www.pathagar.com

খাদা বা আল্লাহর বাঘ। বীরত্বের জন্য তিনি উপাধি পেয়েছিলেন 'আসাদুল্লাহ', মানে আল্লাহর সিংহ।

তিনি যখন খলিফা তখনকার ঘটনা। তাঁর সেই বিখ্যাত তলোয়ারটি চুরি হয়ে যায়। অধিকাংশ সাহাবীই তাঁর তলোয়ারটি চিনতেন। জীবনে বহুবার জিহাদের ময়দানে তাঁরা দেখেছে এই তলোয়ার। তলোয়ারটির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো সৈনিকরা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তলোয়ারটি পাওয়া গেল এক ইহুদীর ঘরে। কিন্তু ইহুদী কিছুতেই স্বীকার করলো না, এটি আলীর (রা:) তলোয়ার। বলল, 'বরাবরই এটি আমার তলোয়ার ছিল এবং এখনো আছে।

ইহুদীর কথায় ক্ষেপে গেল মুসলমানরা। একে তো চুরি করেছে, তার ওপর মিথ্যা বলছে। ক্ষিপ্ত মুসলমানরা তাকে মারতে গেল। হযরত আলী (রা:) বললেন, 'তোমরা আইন নিজের হাতে তুলে নিও না। আমি খলিফা হতে পারি, কিন্তু আল্লাহর বিধানে খলিফা ও প্রজাতে কোন তফাৎ নেই। আইনের চোখে সবাই সমান।'

খলিফা আলী (রা:) কাজীর দরবারে বিচার দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে ডাক পড়ল ইহুদী ও খলিফার। দরবার লোকে লোকারণ্য। বিচারকের আসনে বসলেন কাজী। খলিফা বসলেন বাদীর আসনে আর ইহুদী আসামির কাঠগড়ায়।

বিচার শুরু হল। কাজী সাহেব বললেন, 'তুমি কি খলিফার তলোয়ার চুরি করেছো?'

ইহুদী বলল, 'আমি চুরি করতে যাবো কেন? এটা তো আমারই তরবারি।'

www.pathagar.com

কাজী তাকালেন খলিফার দিকে। বললেন, 'এটা যে আপনার তলোয়ার তার কোন সাক্ষী আছে আপনার কাছে?'

আলী (রা:) বললেন, 'আছে। আমার ছেলে হাসান এবং আমার খাদেম আমার সাক্ষী। তারা চেনে আমার তলোয়ার।'

কাজী বললেন, 'কিন্তু এ সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করতে পারবো না।'

'কেন, আপনি কি মনে করেন ওরা মিথ্যা কথা বলবে?'

'না, আমি জানি আপনি নবীর আত্মীয়। আপনি বা আপনার সাক্ষীরা কেউ মিথ্যা বলবে না। কিন্তু ইসলামে পিতার পক্ষে পুত্র এবং মনিবের পক্ষে চাকরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আপনার নালিশ খারিজ করে দিলাম।'

এ রায় শুনে সবাই হতবাক হয়ে গেল। কিন্তু খলিফা নীরবে কাজীর বিচার মেনে নিলেন। এ সময় ঘটল সেই অভাবিত দৃশ্য। ইহুদী এগিয়ে গেল হযরত আলীর (রা:) সামনে। চিৎকার করে বলল, 'কী অকল্পনীয় বিচার! কী অনন্য আইন! খলিফার দাবীও গ্রহণযোগ্য হয় না সঠিক সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে! আইনের প্রতি এতটা শ্রদ্ধাশীল যে ধর্ম তা কখনো মিথ্যা হতে পারে না।'

ইহুদী তলোয়ারটি হযরত আলীর (রা:) হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'আমিরুল মোমিনীন, এটি আপনারই তলোয়ার। সত্যি আমি এটি চুরি করেছিলাম। আপনি আপনার জিনিস গ্রহণ করুন, আরো একটি জিনিস গ্রহণ করুন, যেটি আপনার নয়।'

আলী (রা:), কাজী এবং উপস্থিত সবাই বিস্মিত চোখে তাকালো তার দিকে। কাজী বললেন, 'কী সেই জিনিস?'

www.pathagar.com

ইহুদী বলল, 'আমার দেহ, আমার আত্মা, আমার ঈমান। আজ থেকে আমি নিজেকে মুসলিম বলে ঘোষণা করছি।' এই বলে ইহুদী জোরে জোরে উচ্চারণ করলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এই গল্প আমাদের শেখায়, আইন সবার জন্য সমান। ক্ষমতার জোরে আইনকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা অন্যায়। উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে কাউকে শাস্তি দেয়া যায় না।

www.pathagar.com

অনুশীলনী

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই

খলিফা – ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের উপাধি। মশহুর – বিখ্যাত। জিহাদ – মন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ক্ষিপ্ত – ক্ষুব্ধ। বিধান – আইন। তফাৎ – পার্থক্য। কাজী – বিচারক। খাদেম – চাকর। মনিব – মালিক। নালিশ – বিচার। খারিজ – বাতিল। অভাবিত – যা ভাবা যায় না । আমিরুল মোমিনীন – মোমিনদের নেতা।

২. এক বাক্যে উত্তর দাও

ক. হযরত আলী (রা:)-এর তলোয়ারের নাম কী?
খ. আসাদুল্লাহ্ মানে কী?
গ. তলোয়ারটি কোথায় পাওয়া গেল?
ঘ. 'আইনের চোখে সবাই সমান' এ কথা কে বলেছিল?
ঙ. কাজী নালিশ খারিজ করে দিলেন কেন?
চ. কে নীরবে কাজীর রায় মেনে নিল?
ছ. এই গল্প থেকে আমরা কী শিখলাম?

৩. খালি জায়গায় উপযুক্ত শব্দ বসাও

আইন সবার জন্য ------। ক্ষমতার জোরে ---------- নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা ---------। উপযুক্ত ---------- প্রমাণ না থাকলে কাউকে --------- দেয়া যায় না।

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি কর

আইন। তলোয়ার। চুরি। মিথ্যা। শাস্তি। খলিফা। বাঘ। সাহাবী। সৈনিক। সাহস।

৫. সত্য হলে [স] মিথ্যা হলে [মি] লিখ

ক. কাজীর রায় শুনে ক্ষেপে গেলেন আলী (রা:)।
খ. রায়ে সন্তুষ্ট হয়ে ইহুদী লোকটি মুসলমান হয়ে গেল।
গ. ইহুদী তলোয়ারটি কাজীকে দিয়ে দিল।
ঘ. ইহুদী সত্যি তলোয়ারটি চুরি করেছিল।
ঙ. আইনকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা অন্যায়।

www.pathagar.com

মায়ের দোয়া

ক.

দরবেশ বায়জীদ বোস্তামীর শৈশবের একটি ঘটনা। মাকে প্রচণ্ড রকম ভালোবাসতেন তিনি। কখনো মায়ের অবাধ্য হতেন না। মনপ্রাণ ঢেলে মায়ের সেবা করতেন। সবসময় ভাবতেন, কিভাবে মাকে আরো খুশি করা যায়।

www.pathagar.com

এক শীতের রাতের ঘটনা। মায়ের শরীরটা ক'দিন ধরেই ভালো নেই। সারাক্ষণ অসুস্থ মায়ের আশেপাশেই থাকেন বায়জীদ। মন দিয়ে মায়ের সেবা করেন। এক রাতে মায়ের পানির পিপাসা পেল। চোখ মেলে দেখলেন আদরের ছেলে পাশেই বসে আছে। বললেন, 'বাবা, একটু পানি খাবো।'

মায়ের জন্য পানি আনতে গেল বায়জীদ। দেখলো কলসিতে কোন পানি নেই। বায়জীদ তাড়াতাড়ি কলসি নিয়ে গেল কুয়োর পাড়ে। কলসিতে পানি ভরে ঘরে ফিরে দেখে মা ঘুমিয়ে পড়েছে। সে গ্লাসে পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মায়ের পাশে। অসুস্থ মাকে ডাকার সাহস হলো না তার, যদি মায়ের কষ্ট হয়? আবার শুতেও যেতে পারছিল না, যদি সে ঘুমিয়ে পড়ে আর মা তখন পানি খেতে চান? সারা রাত ওভাবেই মায়ের পাশে বসে রইলো বায়জীদ। ভোর রাতে ঘুম ভাঙলো মায়ের। দেখলো, ছেলে তার পানি নিয়ে বসে আছে।

ছেলের মাতৃভক্তি দেখে মায়ের মন আনন্দে ভরে গেল। তিনি প্রাণ ভরে দোয়া করলেন ছেলের জন্য। বললেন, 'হে আল্লাহ, তুমি বায়জীদকে অনেক বড় আলেম ও বুজুর্গ বানিয়ে দাও।' আল্লাহপাক মায়ের দোয়া কবুল করলেন। বায়জীদকে আল্লাহ অনেক জ্ঞান দিলেন। তাকে বানিয়ে দিলেন বিশ্ববিখ্যাত দরবেশ। আজো মানুষ তার কথা স্মরণ করে।

খ.

মহানবীর হাদিস সংগ্রহে যারা আজীবন পরিশ্রম করেছেন ইমাম বুখারী ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। তাঁর পুরো নাম 'ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী'। তাঁর বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থের নাম 'সহীহ আল

www.pathagar.com

বুখারী'। সংক্ষেপে আমরা একে বলি 'বোখারী শরীফ'। শৈশবে তিনি কঠিন অসুখে পড়েন। অসুখ ভালো হলেও তাঁর চোখ আর ভালো হয় না, তিনি অন্ধ হয়ে পড়েন।

ছেলে চোখে দেখতে পায় না এই দুঃখে অস্থির হয়ে পড়েন বুখারীর মা। অনেক চিকিৎসা করান, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। মা দুর্ভাবনায় ছটফট করেন। সারাজীবন কি ছেলে দৃষ্টিহীন থাকবে? ছেলের চিন্তায় রাতে তাঁর ঘুম হয় না।

একদিন গভীর রাতে মা সিজদায় গিয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে কাতরভাবে মুনাজাত শুরু করলেন। বললেন, 'হে পরোয়ারদিগার, তুমি আমাকে একটি সুন্দর ছেলে দিয়েছিলে। সোনার টুকরো ছেলের মুখ দেখে কত যে খুশি হয়েছিলাম আমি! আজ সেই ছেলে অন্ধ। ছেলের মুখের দিকে তাকালে কলিজা ফেটে যায় আমার। হে আল্লাহ, তুমি আমার ছেলেকে ভালো করে দাও। তার চোখে আলো দাও। তার অন্ধত্ব দূর করে দাও।' কাঁদতে কাঁদতে রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। এক সময় জায়নামাজেই ঘুমিয়ে পড়লেন মা।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন তিনি। দেখলেন হযরত ইবরাহীম (আ:) তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'হে পূণ্যময়ী মা, আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেছেন। আপনার ছেলে ভালো হয়ে গেছে।'

জেগে উঠলেন তিনি। দেখলেন ফজরের সময় হয়ে এসেছে। অজু করে নামাজে দাঁড়াবার আগে তিনি ছেলেকে ডাকলেন। বললেন, 'এসো বাবা, অজু করবে, নামাজ পড়বে।'

মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙলো শিশু বুখারীর। চোখ মেলে তাকিয়েই সে চিৎকার করে উঠলো, 'মা, আমি দেখতে পাচ্ছি! সব দেখতে পাচ্ছি!

www.pathagar.com

আমি ভালো হয়ে গেছি মা!' আনন্দে, খুশিতে, আবেগে মা আবার সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। চোখের পানিতে শোকর আদায় করলেন আল্লাহর।

কী অমোঘ শক্তি মায়ের দোয়ার! এক রাতের প্রার্থনায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে তাঁর আদরের দুলাল। যে মায়ের দোয়ার এত মূল্য আল্লাহর দরবারে, আমাদের উচিত সেই মায়ের সেবা করা, তাঁর মনে কোনো কষ্ট না দেয়া। এই গল্প থেকে আমরা শিখলাম, সন্তানের জন্য মায়ের দোয়া বৃথা যায় না।

তাই আমাদের উচিত মায়ের সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দেয়া। আমাদের ভুললে চলবে না, 'মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশত'।

www.pathagar.com

অনুশীলনী

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই

দরবেশ – আল্লাহর অলি। অবাধ্য – অনুগত নয় এমন। স্মরণ করা – মনে করা। আলেম – যিনি এলেম জানেন। বুজুর্গ – দরবেশ। সংগ্রহ – জোগাড়। আজীবন – জীবনভর। অগ্রণী – সামনে। কাতরভাবে – বিনয় সহকারে। মুনাজাত – প্রার্থনা। দুলাল – ছেলে। বৃথা – ব্যর্থ হওয়া।

২. এক বাক্যে উত্তর দাও

ক. কে কখনো মায়ের অবাধ্য হতো না?
খ. কুয়ো থেকে পানি এনে বায়জীদ বোস্তামী কী দেখলেন?
গ. কে পানি নিয়ে সারা রাত মায়ের পাশে বসে ছিল ?
ঘ. শৈশবে কার চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল?
ঙ. ইমাম বুখারীর পুরো নাম কী?
চ. ঘুমের ঘোরে বুখারীর মা কাকে দেখলেন?
ছ. স্বপ্নে ইবরাহীম (আ:) বুখারীর মাকে কি বললেন?

৩. খালি জায়গায় উপযুক্ত শব্দ বসাও

কী ----- শক্তি মায়ের দোয়ার! এক রাতের ---- দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে তাঁর আদরের -----। যে মায়ের দোয়ার এত ----- আল্লাহর দরবারে, আমাদের উচিত সেই মায়ের ------ করা, তাঁর মনে কোন কষ্ট না দেয়া।

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি কর

দোয়া। স্বপ্ন। উচিত। কলসি। পিপাসা। অজু। নামাজ। সাহস। অন্ধ। রাতে।

৫. সত্য হলে [স] মিথ্যা হলে [মি] লিখ

ক. ইমাম বুখারীর মা অসুস্থ ছিলেন।
খ. আল্লাহ ইমাম বুখারীর মায়ের দোয়া কবুল করেছিলেন।
গ. মাকে ঘুমে দেখে বায়জীদ বোস্তামীও ঘুমিয়ে পড়লেন।
ঘ. ইবরাহীম (আ:) বললেন, 'আপনার ছেলে ভালো হয়ে গেছে।'
ঙ. মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশত।

www.pathagar.com

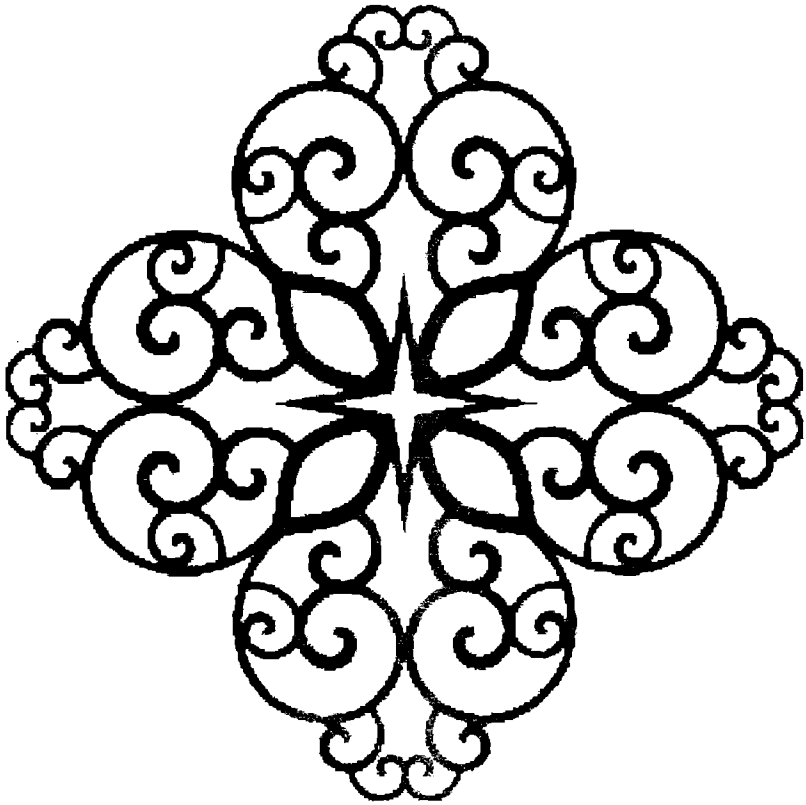

আল্লাহর ওয়াদা

তাপসী রাবেয়ার নাম কে না জানে? তাঁর মত ঈমানদার মহিলা পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন। আল্লাহর ওপর তাঁর ছিল গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। তিনি আল্লাহর প্রতিটি কথা মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলতেন। তার কিছু দরকার হলে তিনি

www.pathagar.com

আল্লাহর কাছে চাইতেন এবং আল্লাহ যা দিতেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন।

একদিন তিনি খেতে বসবেন এমন সময় দু'জন মেহমান এলো। ঘরে দুটো মাত্র রুটি আছে। ভাবলেন, দুটো রুটিই তিনজনে ভাগ করে খেয়ে নেবেন। তাঁরা তখনো খাওয়া শুরু করেননি, একজন ভিখিরি এসে দরজার কড়া নেড়ে বলল, 'মাগো, কিছু খেতে দেবেন?'

ভিখিরিকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে নেই। তাপসী রাবেয়া দুটো রুটিই ভিখিরিকে দিয়ে দিলেন। মেহমান দু'জনতো অবাক! উপোস থাকবে নাকি তারা? কিন্তু রাবেয়া নির্বিকার। তিনি দরজার দিকে মুখ করে বসে রইলেন।

একটু পর পাশের বাড়ির এক দাসী এসে হাজির। ওর হাতে কাপড় দিয়ে ঢাকা তশতরি। তাতে আছে গরম গরম রুটি। দাসী বলল, 'আমাদের বাড়িতে ভালো রান্না হয়েছে। গিন্নিমা এগুলো আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

রাবেয়া ঢাকনা সরিয়ে রুটি গুনে দেখলেন ওখানে আঠারোটি রুটি আছে। হিসাব মিললো না তাঁর। দাসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি বোধহয় ভুল করেছো। এ রুটি আমার নয়।' তিনি রুটিগুলো ফিরিয়ে দিলেন।

ব্যাপার দেখে মেহমানরা তাজ্জব হয়ে গেলেন। ক্ষুধায় ওদের পেট জ্বলছে, অথচ রাবেয়া এতগুলো রুটি পেয়েও ফিরিয়ে দিলেন! তারা বলল, 'এ আপনি কী করলেন?'

রাবেয়া বললেন, 'আমি যা করেছি ঠিকই করেছি।'

www.pathagar.com

একটু পরই দাসী এসে আবার কড়া নাড়ল। রাবেয়া এগিয়ে দরজা খুলে দিলেন। দাসী তশতরি এগিয়ে ধরে বলল, 'এই নিন আপনার রুটি। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। গিন্নিমা আপনাকে বিশটি রুটি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গুনতে গিয়ে ভুল করে আঠারোটি রুটি পাঠিয়েছিলেন।'

রাবেয়া তশতরি হাতে নিয়ে রুটিগুলো গুনে দেখলেন। তশতরিতে পুরো বিশটি রুটি পেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে।'

দাসী বিদায় হলে এবার মেহমানদের নিয়ে খেতে বসলেন তিনি। রুটিগুলো দারুণ সুস্বাদু আর টাটকা গরম। দুই অতিথি তৃপ্তি করে খেলেন। তিনজনে পেটপুরে খাওয়ার পরও রয়ে গেল বেশকিছু রুটি।

মেহমানদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল একটি প্রশ্ন। কৌতূহল ঘিরে ধরেছে তাদের। একজন তো বলেই ফেলল, 'আচ্ছা রাবেয়া বসরী, আপনি কী করে জানলেন যে, ভুল সংখ্যক রুটি এসেছিল প্রথমে। পরে ঠিক ঠিক এসেছে?'

'ও, এই কথা! কেন, আপনারা শোনেননি, আল্লাহপাক বলেছেন, কেউ আমার নামে এক গুণ দান করলে আমি তাকে দশ গুণ ফিরিয়ে দিই? আল্লাহর কথা তো মিথ্যা বা ভুল হতে পারে না। আমি ভিখিরিকে দুটি রুটি দিয়ে তার দশ গুণ পাবার আশায় বসেছিলাম। এক রুটির বদলে দশ হলে দুই রুটির বদলে বিশটি রুটি পাবার কথা। কিন্তু দাসী আঠারোটি রুটি নিয়ে এলে বুঝলাম কোথাও সে ভুল করেছে।'

মেহমানদের বিস্ময় আরো বাড়লো। বলল, 'আপনি ঠিক ঠিক জানতেন বিশটি রুটি আসবে?'

'অবশ্যই। কেন, আল্লাহর ওয়াদায় আপনাদের বিশ্বাস নেই?'

www.pathagar.com

মেহমানরা তাকালো একে অন্যের দিকে, কিন্তু কেউ কোন জবাব দিল না। রাবেয়া বসরী বললেন, 'বুঝেছি। আপনার নিজের বিশ্বাসের ওপর যদি আপনারই আস্থা না থাকে তবে আল্লাহর কী দোষ। আপনি তো পাবেন আপনার বিশ্বাসের আলোকে।'

মেহমানরা মাথা নিচু করে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।'

রাবেয়া বসরী বললেন, 'আপনি পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে যদি একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে পারেন তবে আল্লাহ অবশ্যই তার ওয়াদা পূরণ করবেন।'

এই গল্প থেকে আমরা শিখলাম, যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ কখনো তাদের নিরাশ করেন না।

www.pathagar.com

অনুশীলনী

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই

হুকুম – নির্দেশ। উপোস – না খেয়ে থাকা। তাজ্জব – অবাক। তশতরি – এক ধরনের পাত্র। অতিথি – মেহমান। একাগ্রতা – একমনে। নিষ্ঠা – পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে। ভরসা – নির্ভর করা। ওয়াদা – অঙ্গীকার। নিরাশ – আশাহীন। আস্থা – বিশ্বাস। বিস্ময় – অবাক।

২. এক বাক্যে উত্তর দাও

ক. কার মত ঈমানদার মহিলা পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন?

খ. রাবেয়া বসরীর বাসায় কয়জন মেহমান এসেছিলেন?

গ. ভিখিরি এসে কী বলল?

ঘ. রাবেয়া বসরী ভিখিরিকে কয়টি রুটি দিয়েছিলেন?

ঙ. দুটি রুটি দান করে তিনি কয়টি রুটির আশায় বসেছিলেন?

চ. প্রথমে দাসী কয়টি রুটি নিয়ে এসেছিল?

ছ. এই গল্প থেকে আমরা কী শিখলাম?

৩. খালি জায়গায় উপযুক্ত শব্দ বসাও

রাবেয়া বসরী বললেন, 'আপনি পরিপূর্ণ ---- ও --- সাথে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে যদি ------- আল্লাহর ওপর ----- করতে পারেন তবে আল্লাহ অবশ্যই তার ------ পূরণ করবেন।

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি কর

ওয়াদা। নির্ভর। মেহমান। মিথ্যা। টাটকা। গরম। রুটি। দাসী। আল্লাহ। ভুল।

৫. সত্য হলে [স] মিথ্যা হলে [মি] লিখ

ক. আঠারোটি রুটি পেয়ে রাবেয়া বসরী খুশি হলেন।

খ. একের বদলে দশগুণ ফিরিয়ে দেয়ার ওয়াদা করেছেন আল্লাহ।

গ. রাবেয়া বসরী ছিলেন এক ঈমানদার মহিলা।

ঘ. আল্লাহর ওপর ভরসা করলে আল্লাহ কাউকে নিরাশ করেন না।

ঙ. রাবেয়া বসরী ভিখিরিকে তিনটি রুটিই দিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com